﴿ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾

নবী মুমিনদের কাছে তাদের জীবনের চেয়ে বেশি প্রিয়

হারাকাতুশ শাবাব আলমুজাহিদিন
নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে বার্তা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান রক্ষার্থে
সাহসী হামলা চালানোয় মুসলিম উম্মাহকে অভিনন্দন!

النَّبِيُّ أَوْلَى بالمُؤْمِنِينَ مِنْ أنفُسهِمْ

নবী মুমিনদের কাছে তাদের জীবনের চেয়ে বেশি প্রিয়

হারাকাতুশ শাবাব আলমুজাহিদিন নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে বার্তা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান রক্ষার্থে সাহসী হামলা চালানোয় মুসলিম উম্মাহকে অভিনন্দন!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার জন্য যিনি পবিত্র কুরআনে বলেছেন –

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾

আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্যে রহমতের তরে দোয়া কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর। (৫৬) যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকালে ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি। (৫৭) (সূরা আল-আহযাব ৩৩:৫৬-৫৭)

শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক আদম আলাইহিস সালামের উত্তরসূরিদের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন –

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত

قَالَ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتّى أَكُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ.

তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত মানুষ থেকে প্রিয় হব। সহীহ বুখারী, হাদিস ১৫

সারা বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিরুদ্ধে চলমান ক্রুসেডের মাঝে সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানের উপর

আঘাত হানা হয়েছে। সারা বিশ্বের মুসলিমরা তাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের অনুসরণে বীরত্বপূর্ণ আঘাতের মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে হেটে চলা সর্বোত্তম মানুষের সম্মানের উপর আঘাতের বদলা নেয়া শুরু করেছে। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ইসলামিক মাগরিব পর্যন্ত, জাযিরাতুল আরব থেকে ফ্রান্সের কেন্দ্র পর্যন্ত - মুসলিম উম্মাহ তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করেছে যে, এই জাতি নিপীড়ন মেনে নেয়ার জাতি না, তারা অত্যাচারীদের অত্যাচারের বদলা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দেয়। তাই আল্লাহর রাসুলের শানে বেয়াদবি করা এমন এক অপরাধ যার শাস্তি অবশ্যই কুফফারদের ভোগ করতে হবে।

প্রশংসা এই সাহসী জাতির জন্য। প্রশংসা সেই সম্মানিত মানুষদের জন্য যারা আমাদের নেতা, সমগ্র মাখলুকের নিকট রহমত স্বরূপ প্রেরিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান রক্ষার্থে নিজের সবকিছু নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আল্লাহর রাসুলের সম্মান রক্ষার্থে যে সকল সম্মানিত মানুষেরা যুগে যুগে চেষ্টা করেছেন তাদের মধ্যে ফ্রান্সের সাম্প্রতিক হামলাকারী এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক কটূক্তিকারীর উপর হামলা চালিয়ে তার শরীর থেকে মাথা আলাদা করে হত্যার মাধ্যমে এই উম্মতের অন্তরে সাহস ও গৌরবের শিখা প্রজ্বলন করেছেন এবং মুমিনদের অন্তর প্রশান্ত করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাকে ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন, আমীন।

উম্মাহর এই সাহসী সন্তান কুরআনের শিক্ষা অনুসরণ করেছেন এবং যারা ইসলাম ধর্মকে অবজ্ঞা করে এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অসম্মান করে তাদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে সাহাবাগণের পথ অনুসরণ করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴿١٢﴾ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

আর যদি ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রূপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ, এদের কোন শপথ নেই যাতে তারা ফিরে আসে। (১২) তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না; যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ এবং সঙ্কল্প নিয়েছে রাসুলকে বহিষ্কারের? আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ, যদি তোমরা মুমিন হও। (১৩) (সূরা আত-তাওবা ৯:১২-১৩)

আমরা 'হারাকাতুশ শাবাব আল মুজাহিদিন' মুসলিম উম্মাহকে আহবান করছি –

আপনারা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মান রক্ষার্থে সাহাবাদের পথ অনুসরণ করুন। তারা আল্লাহর রাসুলের সম্মান রক্ষা করার জন্য তাদের কথা, তর্ক, তরবারি ও তীর-ধনুকের সাহায্যে সাহসের সাথে লড়ায় করেছেন।

মুসলিম উম্মাহের সামনে তাদের সাহসী ভাই সাইদ ও শরিফ কাওয়াশি, আব্দুল্লাহ আশ সিসানি, ইব্রাহিম আত-তিউনিসি, মুহাম্মাদ আল পাকিস্তানি সহ আল্লাহর আরও অনেক সৈন্যদের উদাহরণ রয়েছে। আল্লাহ তাদের সকলের উপর শান্তি বর্ষণ করুন। আমরা মুসলিম উম্মাহকে তাদের এই সাহসী ভাইদের অনুসরণের/অনুকরণের আহবান জানাচ্ছি।

বিশ্বব্যাপী চলমান ক্রুসেডকে কুফফাররা 'সন্ত্রাসী সংগঠন' অথবা 'উগ্রবাদী দল'গুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করে থাকে। মুসলিম উম্মাহকে বুঝতে হবে, কুফফারদের এই দাবি মিথ্যা। বরং তারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে 'সর্বাত্মক যুদ্ধ' (Total War) চালাচ্ছে। এই যুদ্ধ ঈমান ও কুফরের যুদ্ধ, এই যুদ্ধ শরিয়াহ ও সেকুলারিসমের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী ও ইহুদি কা'ব বিন আশরাফের অনুসারীদের মধ্যে যুদ্ধ।

ক্রুসেডাররা তাদের নোংরা চক্রান্ত লুকানোর জন্য স্বাধীনতা ও উদারপন্থার মিথ্যা স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। কুফফারদের এই মিথ্যা স্লোগানে বিভ্রান্ত হয়ে তাদের ফাঁদে পা দেয়া মুসলিমদের জন্য কখনোই উচিত হবে না। বরং কুফফারদের ব্যাপারে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কী বলে সতর্ক করে দিয়েছেন সেটা তাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন -

كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨﴾

কিরূপে? তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না। তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী। (৮) (সূরা আত-তাওবা ৯:৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾ هَا أَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٩﴾ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ক্রটি করে না-তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসুত বিদ্বেষ তাদের মুখ ফুটেই বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও। (১১৮) দেখ! তোমরাই তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস কর। অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, বলে, আমরা ঈমান এনেছি। পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ আঙ্গুল কামড়াতে থাকে।

বলুন, তোমরা আক্রোশে মরতে থাক। আর আল্লাহ মনের কথা ভালই জানেন। (১১৯) তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয়; তাহলে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয় তাহলে আনন্দিত হয় আর তাতে যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে সে সমস্তই আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে। (১২০) (সূরা আল-ইমরান ৩:১১৮-১২০)

ফ্রান্স ও অন্যান্য ক্রুসেডার দেশগুলোর প্রতি বার্তা –

তোমাদের প্রতি আমাদের বার্তাটি আমরা শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ এর একটি উক্তি দিয়ে প্রকাশ করছি –

‘যদি তোমাদের বাক-স্বাধীনতা অনিয়ন্ত্রিত হয়, তবে এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যা করবো সেটাও উদার চিত্তে গ্রহণ করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নাও’

সরল পথের অনুসারীদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আল্লাহু আকবার।

প্রশংসা শুধুমাত্র আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও মুমিনদের জন্য যদিও মুনাফিকরা তা জানে না।

অক্টোবর ২০২০

****